দৈনিক সমকাল
তারিখ 23 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা অনভিপ্রেত

আবুল মোমেন

ছাত্রলীগ অচিরেই আওয়ামী লীগের জন্য বোঝা হয়েই দাঁড়াবে। আওয়ামী লীগকে ভুললে চলবে না, সামনে নির্বাচন রয়েছে, জনগণের কাছে যেতেই হবে। অতএব ছাত্রলীগের অন্যায় ও ভ্রান্ত আচরণকে উপেক্ষা করলে বা হালকাভাবে নিলে তার মূল্য দিতে হবে অনেক বেশি

গত ২০ তারিখ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তীর সেমিনারে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। অনেক দিন পর কুমিল্লা যাওয়ার উপলক্ষ পেয়ে ভালোই লাগল, প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যাব এবং ছাত্রদের কী বলা যায় তা ভাবছিলাম। এমন সময় ১৭ তারিখ উদ্যোক্তারা জানালেন অনুষ্ঠান স্থগিত করতে হচ্ছে। কাগজে এর আগে ছোট একটা খবর দেখেছিলাম, কিন্তু তার জের এতদূর গড়াবে তা ভাবিনি। ঘটনাটা এতদিনে সবার জানা হয়েছে। কিন্তু তা যেভাবে সমাধান হবে বলে আমি ভেবেছিলাম সেটা হয়নি, প্রায় উল্টো পথেই চলছে বলা যায়।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে সকালবেলা শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রদের অনুরোধে একজন শিক্ষক, যিনি বিভাগের চেয়ারম্যানও, তাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে পড়ালেখার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, ধরা যাক তিনি একটি ইনফরমাল ক্লাসই নিয়েছেন। সেখানে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা উপস্থিত হয়ে তাকে পড়ানোয় বাধা দেয় এবং ছাত্রদের পড়া বুঝে নেওয়ার সে উদ্যোগের সেখানেই সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ঘটনার সমাপ্তি সেখানেই ঘটে না। ছাত্রলীগ নেতারা উপাচার্যের কাছে যায় এবং জাতীয় শোক দিবসে ক্লাস নেওয়ার অপরাধে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ভবনে তালা দিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়, রবীন্দ্র-নজরুলের ওপর বিভাগীয় অনুষ্ঠান তো সামান্য ব্যাপার।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, উপাচার্য মহোদয় তদন্ত কমিটি গঠন করলেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে আগেই একক সিদ্ধান্তে বাধ্যতামূলক দীর্ঘ ছুটিতে পাঠিয়েছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদ দাবি করেছে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক মাহবুবুল হক ভূঁইয়া তাদের সঙ্গেই বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়া ও শ্রদ্ধা জানানোর সব আনুষ্ঠানিকতায় ছিলেন। এরপর বিভাগীয় ছাত্রদের অনুরোধে শ্রেণিকক্ষে তাদের একাডেমিক কোনো বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সঙ্গতভাবেই এর মধ্যে কোনো অপরাধ ঘটেছে বলে তারা মনে করেন না।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতারা যা করল, তাতে তারা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে জ্ঞানচর্চার একটা বিরোধ দাঁড় করিয়েছে এবং বিপরীতে তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় হলো তালা দিয়ে জ্ঞানচর্চার পথ বন্ধ করা! আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে তরুণ শিক্ষক মাহবুবুল হক তার সেদিনকার ভূমিকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পাশাপাশি একজন ছাত্রবান্ধব দায়িত্বশীল শিক্ষকের পরিচয় দিচ্ছিলেন। শিক্ষকের এমন ভূমিকায় বঙ্গবন্ধু যে খুশি হতেন, তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা বরাবর অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধভক্তির বিরোধী। এতে যুক্তি ও সাধারণ বিবেচনা নষ্ট হয় এবং সমাজে অস্থিরতা ও অশান্তি দেখা দেয়। অবশ্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রলীগ নেতারা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ভূমিকা কেবল অন্ধভক্তির যুক্তিহীন বাড়াবাড়ি বলেই মনে হচ্ছে না, সেখানকার ওয়াকিফহাল মহল আরও কিছু কথা বলছেন। আজকাল প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই উন্নয়নের নানা কাজে, বিশেষ করে নির্মাণ ও ক্রয়ে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

ছাত্রলীগের আক্রোশের শিকার তরুণ শিক্ষকটি এসব বিষয়ে প্রতিবাদী ছিলেন, শোনা যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে লেখালেখিও করতেন। মূলত প্রতিবাদী কণ্ঠ বন্ধ করার জন্যই তার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ ও উপাচার্যের এই ব্যবস্থা– এমন অভিযোগই তারা উত্থাপন করেছেন।

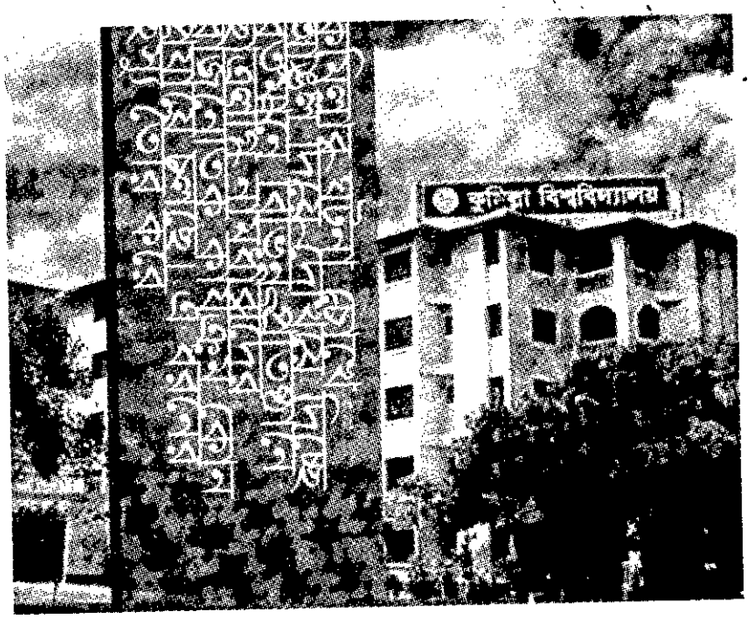

সত্যি বলতে কী, ঘটনাটি পত্রিকায় দেখার পর পরই আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয় দু-একদিনের মধ্যেই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপে তাদের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কতিপয় নেতার ভ্রান্ত তৎপরতা বন্ধ হবে। এমনও আশা ছিল যে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, যিনি একসময় ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন এবং পেশায় ছিলেন সাংবাদিক, তদুপরি দলের মুখপাত্র হিসেবে নানা বিষয়ে কথা বলে থাকেন, তিনি সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ছাত্রলীগ নেতাদের রাশ টানার ব্যবস্থা করবেন। এও আশা ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের কাউকে নির্দেশ দেবেন ছাত্রদের এ ধরনের অন্ধভক্তির বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে– তার নির্দেশ হয়তো আমরা আমজনতা জানব না; কিন্তু তার কার্যকারিতা বাস্তবে দেখব। কিন্তু ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু হলো বটে; কিন্তু ঘটনার জের নিরপরাধ শিক্ষককে বহন করতে হচ্ছে। লেখাটি পত্রিকায় পাঠানোর আগে জানলাম সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ন্যায়বিচারের কথা তো উঠবেই, কিন্তু তার বাইরেও বিবেচনায় নেওয়া দরকার এ ধরনের ঘটনার সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে! নিশ্চিতভাবেই এ ঘটনার দায় শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ওপর বর্তাবে, সমাজে যারা বৃহত্তর অর্থে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সচেতন মানুষ তাদেরও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে। আমাদের ধারণা, রাজনৈতিক দলকে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দল; যার কিনা দেশের সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দল এবং বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছে, যে দল এখন বঙ্গবন্ধুকন্যার মতো অত্যন্ত সক্রিয় দক্ষ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে, তার কাছে এ ধরনের ইস্যুতে যুক্তপূর্ণ উদার দৃষ্টিভঙ্গি কাম্য।

কুমিল্লার ঘটনায় একই মতাদর্শের শিক্ষকদের মধ্যে বিভক্তি দেখা যাচ্ছে, যা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও স্পষ্ট। আর সেসব জায়গায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্রলীগ নেতৃত্বকে, অন্তত এর অংশবিশেষকে আমরা কোনো উপদলের দ্বারা ব্যবহৃত হতে দেখি। অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের সিনেট সভার প্রাক্কালে শিক্ষকদের বিভক্তি এবং ছাত্রলীগের কিছু সদস্যের ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত সবাই দেখেছি। এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও এমনটা ঘটতে আমরা দেখেছি। এই উপদলীয় লাঠিয়ালের ভূমিকার জের অবশ্য গোটা ছাত্রলীগকেই বহন করতে হচ্ছে। দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে, বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে সহিংস সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। এতে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনির ঘটনা ঘটছে প্রায়ই।

কুমিল্লার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ নামধারীদের রাজনৈতিক কার্যক্রম কোন পর্যায়ে চলছে। এ ধরনের ইস্যু তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা বা শিক্ষককে শাস্তি দেওয়াটা রাজনীতি নয়, এটি কোনো কায়েমি স্বার্থেরই কাজ। সুস্থ রাজনীতি হতে পারত সেদিন ছাত্রলীগের নেতারা যদি সংশ্লিষ্ট সমাবেশটিতে উপস্থিত শিক্ষক মহোদয়কে অনুরোধ জানাত– তিনি যেন পাঠ্যবিষয়টি আলোচনার আগে দিবসটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ কোনো দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু বর্তমানকালের ছাত্রলীগ নেতারা বোধহয় এভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নয়।

তবে এভাবেই যদি চলতে থাকে, তাহলে ছাত্রলীগ অচিরেই আওয়ামী লীগের জন্য বোঝা হয়েই দাঁড়াবে। আওয়ামী লীগকে ভুললে চলবে না, সামনে নির্বাচন রয়েছে, জনগণের কাছে যেতেই হবে। অতএব ছাত্রলীগের অন্যায় ও ভ্রান্ত আচরণকে উপেক্ষা করলে বা হালকাভাবে নিলে তার মূল্য দিতে হবে অনেক বেশি।

□ আবুল মোমেন : কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক